প্রথম আলো
বুধবার, ২৭ জুন ২০১২

আমে কালচে দাগ, তেতো স্বাদ!

কারণ ইটভাটা থেকে নির্গত কার্বন মনোক্সাইড

আবুল কালাম মুহম্মদ আজাদ,
রাজশাহী ●

রাজশাহীর পবা উপজেলার বজরাপুর গ্রামের অধিকাংশ বাগানের আম নিয়ে বিপাকে পড়েছেন চাষি ও ব্যবসায়ীরা। কারণ, পাকার আগেই আমের নিচের দিকে কালো দাগ পড়ছে। আম ফেটে রস বের হয়ে আসছে। স্বাদ হয়েছে তেতো।

কৃষি কর্মকর্তা ও উদ্ভিদবিদ্যার শিক্ষকের ধারণা, ইটভাটা থেকে নির্গত ধোঁয়ার কারণেই আমের এ অবস্থা।

উল্লেখ্য, বজরাপুর ও পাশের দুই গ্রাম মিলে ওই এলাকায় ছয়টি ইটভাটা রয়েছে।

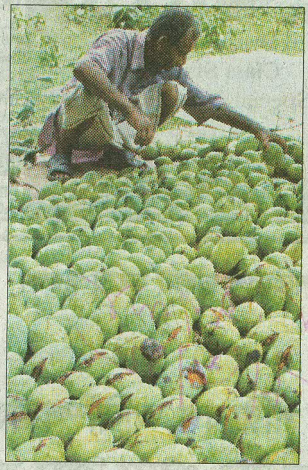

দাগ পড়া আম বাছাই করছেন বজরাপুর গ্রামের এক চাষি ● প্রথম আলো

বজরাপুর গ্রামের কয়েকজন আমচাষি জানান, গ্রামে ছোট-বড় মিলিয়ে ৩০-৩৫টি আমের বাগান আছে। এর মধ্যে ২৫-৩০টি বাগানের আমের এ অবস্থা। গ্রামের আবদুল্লাহ প্রামাণিকের বাগানে ৯৬টি ফজলি আমের গাছ রয়েছে। ব্যবসায়ী আলতাফ হোসেন ১০ লাখ ৬০ হাজার টাকায় এক মৌসুমের জন্য এই বাগান কিনেছেন। আমের পরিচর্যা বাবদ আরও এক লাখ ৪০ হাজার টাকা খরচ করেছেন তিনি। আলতাফ বলেন, 'মাস খানেক থেকে লক্ষ করছি, আমের আকার ফজলির মতো হচ্ছে না। নিচের দিকে কুঁচকে যাচ্ছে। কালো দাগ পড়ছে। তারপর ফেটে রস বের হয়ে ঝরে পড়ছে।' তিনি বলেন, এ অবস্থা দেখে সময় না হলেও তিনি আম পাড়া শুরু করেন। কিন্তু আম মুখে দিয়ে দেখেন, স্বাদ তেতো।

পাশেই আবু বকর সিদ্দিকের বাগানে ৩০০টি গাছ রয়েছে। সেই বাগানের আমেরও একই অবস্থা। আমচাষি আ. শুকুর জোয়ার্দার বলেন, তাঁর বাগানে গাছের সংখ্যা ৩০টি। এসব গাছের আমের স্বাদ তেতো হওয়ায় তিনি তা খেতেও পারছেন না, বিক্রিও করতে পারছেন না।

আমচাষিদের অনেকেই আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন, এ বছর আমের স্বাদ তেতো হওয়ায় আগামী বছর হয়তো এসব বাগানের আম আর বিক্রি হবে না।

সম্প্রতি সরেজমিনে দেখা যায়, বজরাপুর গ্রামে দুটি ইটভাটা আছে। পাশের তেবাড়িয়া গ্রামে তিনটি ও সারেংপুর গ্রামে রয়েছে একটি ইটভাটা। অভিযোগ রয়েছে, পরিবেশ ছাড়পত্র ছাড়াই এসব ভাটা তৈরি করা হয়েছে। এসআরকে নামের ইটভাটায় গিয়ে দেখা যায়, এটি করা হয়েছে ফসলি জমি ও একটি আমবাগানের পাশে। পরিবেশ ছাড়পত্র আছে কি না, জানতে চাইলে ভাটার মালিক আবদুস সাত্তার বলেন, 'ছাড়পত্রের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন।'

রাজশাহী ফল গবেষণা কেন্দ্রের উদ্ভিদ রোগতত্ত্ববিদ শামীম আক্তার বলেন, 'ইটভাটার বিরূপ প্রভাবে আমে ব্ল্যাকটিপ রোগ হয়। এই রোগের লক্ষণের সঙ্গে এই আমের লক্ষণ মিলে যাচ্ছে।' উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা সালেহ আহমেদ এই প্রতিবেদকের কাছে বিষয়টি শুনে বলেন, 'আমের এই রোগের একমাত্র চিকিৎসা হচ্ছে আশপাশের ইটভাটাগুলো বন্ধ করে দেওয়া।'

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক এম মনজুর হোসেন বলেন, ইটভাটা থেকে বিষাক্ত গ্যাস কার্বন মনোক্সাইড নির্গত হয়; যা বাতাসে সামান্য পরিমাণে থাকাই উদ্ভিদ ও প্রাণীর জন্য ক্ষতিকর। এই গ্যাসের কারণেই ওই আমের স্বাদ তেতো হয়েছে এবং কালচে দাগ পড়েছে বলে তিনি ধারণা করছেন।